কোটচাঁদপুরে ডাকাতি: ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামে অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা বারান্দার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, রাত আড়াইটার দিকে পাশপাতিলা গ্রামের আবুল হোসেন ধনীর ছেলে তরিকুলের বাড়ির প্রাচীর টপকে ৫/৬ জনের ডাকাতদল বারান্দার গ্রিল কেটে এবং লক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কোনো চিৎকার করতে নিষেধ করে বলে যে বাড়িতে ইয়াবা আছে, এই অভিযোগের তদন্তের জন্য তারা বাড়িতে ঢুকেছে। পরে গৃহকর্তা তরিকুল ও তার স্ত্রী নাসরিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করে। তরিকুলের শাশুড়িকে অন্য কক্ষে আটক রেখে তরিকুলের রুমের আলমারি থেকে স্বর্ণালঙ্কার যার মধ্যে আট আনা ওজনের ১টি স্বর্ণের চেইন, দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের হার, ২ ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি, ১২ আনা পরিমাণ এক জোড়া কানের দুল, ৪ আনার স্বর্ণের আংটিসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ৭/৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

পরে তরিকুলের শাশুড়ি তাদের ডাকতে গিয়ে তরিকুল ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আশপাশের লোকজনকে ডেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দীর্ঘ সময়েও তারা স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে পারেননি বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, চুরির কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক শামসুজ্জামানের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের প্রয়াত সিনিয়র সাংবাদিক ও কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল্লাহ বাশারের পিতা খোন্দকার শামসুজ্জামানের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকার পৌর বাস টার্মিনালে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খোন্দকার শামসুজ্জামান ছিলেন প্রেসক্লাব কোটচাঁদপুরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও দৈনিক মিল্লত পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা। তিনি সৎ, আদর্শবান ও গুণী সাংবাদিক হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

২০২৩ সালের ১৩ নভেম্বর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলোচনা সভায় প্রয়াত শামসুজ্জামানের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁর গুণাবলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামী’র সাবেক সেক্রেটারি প্রভাষক শরিফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী’র পৌর আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, খোন্দকার শওকত হোসেন, সাবেক থানা ছাত্রশিবির সভাপতি আনাছ উদ্দিন, বর্তমান ছাত্রশিবির সভাপতি হাফেজ মুজাহিদুল ইসলাম, গেলাম মর্তুজা, রহিম, জসিম উদ্দিনসহ গণমাধ্যমকর্মী ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আলোচনা সভা শেষে মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন কুঁড়ি জয় করেছেন কোটচাঁদপুরের তরিতা

নতুন কুঁড়ি জয় করেছেন কোটচাঁদপুরের শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)। তিনি নতুন কুঁড়িতে আধুনিক গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশের তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। শনিবার ঢাকার বিটিভি ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবারও শুরু হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)। তিনি কোটচাঁদপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী। তরিতা ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবুল আক্তার টোকনের মেয়ে।

তিনি নতুন কুঁড়ির তিনটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এরপর খুলনা বিভাগের প্রাথমিক বাছাইয়ে আধুনিক গানে সেরা ৫ জনের একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে সেরা দশে জায়গা করে নিতে যাত্রা শুরু করেন তরিতা, যেখানে অংশ নেন দেশের আট বিভাগের ৪০ জন প্রতিযোগী। সব বাধা অতিক্রম করে তরিতা আধুনিক গানে নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতায় দেশের তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। শনিবার বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এ প্রতিযোগিতা।

এদিকে তাঁর এ অর্জনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক, পিতা-মাতা ও শুভানুধ্যায়ীরা।

সহপাঠীরা বলেন, তরিতার এ অর্জনে আমরা গর্বিত। আমাদের ভালো লাগছে এ ভেবে যে, আমাদের বন্ধু দেশের তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে গানে।

তরিতার পিতা বাবুল আক্তার বলেন, ছোটবেলা থেকেই তরিতা সাংস্কৃতিকমনস্ক। সে কারণে আমরা তাকে সবসময় সহযোগিতা করেছি। তার প্রথম হাতে খড়ি কোটচাঁদপুর মিতালী সংগীত একাডেমিতে। তিন-চার বছর বয়স থেকেই সে এখানে গান শিখছে। তার প্রথম সংগীতগুরু খাজা সামাদ উল্লাহ্ টুটুল।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নতুন কুঁড়ি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এ বছর নতুন করে শুরু হয়েছে। তরিতা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশের তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। আমি চাই জীবনে সে আরও বড় হোক।

তিনি জানান, তরিতা প্রথমে রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়া গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ১ম স্থান অর্জন করে। ২০২৪ সালে শিল্পকলা একাডেমি থেকে লোকগানে ‘জপলা’তে অংশ নিয়ে ১ম হয়েছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয়নি। ২০২৪ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় লোকগানে জেলা পর্যায়ে ২য় স্থান এবং নৃত্যে ১ম স্থান অর্জন করে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে একাধিকবার ১ম স্থান অর্জন করেছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধা রানী বলেন, তরিতার এ অর্জনে আমরা অত্যন্ত খুশি। আমি চাই তাকে দেখে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হোক এবং জীবনে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়লাভ করুক।

গানের শিক্ষক খাজা সামাদ উল্লাহ্ (টুটুল) বলেন, এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সবচেয়ে ভালো লাগছে, সারা বাংলাদেশের এত সংগীত একাডেমি ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও কোটচাঁদপুরের মিতালী সংগীত একাডেমি থেকে শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা) দেশের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি চাই, তরিতা এই অর্জনকে প্রেরণা হিসেবে নিয়ে জীবনে আরও দূর এগিয়ে যাক।

কোটচাঁদপুরে চার বছরেও শেষ হয়নি বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের কাজ

চার বছর দশ মাসেও শেষ হয়নি কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমির নির্মাণাধীন ভবনের কাজ। কক্ষ সংকটে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে বিজ্ঞান ল্যাব, কমন রুম ও কম্পিউটার ল্যাবে। দ্রুত রি-

টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সে সময় থেকে সুনামের সঙ্গে চলছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। এতো শিক্ষার্থীর জন্য ১৮ থেকে ২০টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে বিদ্যালয়ে আছে মাত্র ১৪টি কক্ষ। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কমন রুম, বিজ্ঞান ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষকদের অফিসও রয়েছে।

ফলে শ্রেণিকক্ষের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় নতুন ভবনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার প্রেক্ষিতে ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের অনুমোদন দেওয়া হয়। যার প্রথম তলার নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি। তবে কাজটি একাধিকবার বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজটি বাতিল করেছে এবং নতুন করে রি-টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে কক্ষ সংকটে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হারিয়েছে স্বাভাবিক পাঠদানের পরিবেশ। তারা কখনও কমন রুমে, কখনও বিজ্ঞান ল্যাবে, আবার কখনও কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিয়াম আহমেদ ও অনন্ত ঘোষ বলেন, কক্ষ সংকটের কারণে আমাদের বসার জায়গা খুবই কম। ঠিকভাবে বসতে না পারায় ক্লাস করতে অসুবিধা হয়।

অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও একই অভিযোগ করে দ্রুত নির্মাণাধীন ভবনের কাজ শেষ করে কক্ষ সংকট নিরসনের দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন বলেন, বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয়শ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। তাদের পাঠদানের জন্য ১৮ থেকে ২০টি কক্ষ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে আছে মাত্র ১৪টি। ফলে বাধ্য হয়ে ল্যাব, কমন রুম ও কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস নিতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করার পর ভবন বরাদ্দ পাওয়া গেলেও কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় আছি।

জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, ঠিকাদার কাজটি পাওয়ার পর শুরু করলেও গুরুত্ব না দেওয়ায় একাধিকবার বন্ধ রেখেছে। কয়েকবার তাগাদা দেওয়ার পরও নির্ধারিত সময় (১৩-১০-২০২১) এর মধ্যে কাজ শেষ না করায় কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। খুব দ্রুত রি-টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু করা হবে।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন ব্যারিস্টার কাজল

কোটচাঁদপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল।

শনিবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলার পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, “আমি আপনাদেরই সন্তান। ১৯৮৬ সালে মহেশপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৮৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। আমি একজন কূটনীতিক। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

২০২০ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পরপর তিনবার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। বর্তমানে আমি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। ফ্যাসিবাদী আমলে ডিবি অফিসে চারদিন রিমান্ডসহ কারাভোগ করেছি। আমি মহেশপুর উপজেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক

সম্পাদক ছিলেন।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি যদি দলের মনোনয়ন পাই, তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো। দলের বাইরে কোনো নির্বাচন করার মনোভাব নেই।

তিনি আরও বলেন, “যদি ধানের শীষ প্রতীক পেয়ে নির্বাচিত হই, তাহলে অবহেলিত ঝিনাইদহ-৩ আসনের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করবো। খাদ্য, বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেব। কোনো দূর্নীতি, চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমার পিতা একজন পৌরসভার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আদর্শ পিতার সন্তান। আমার দুই কন্যা সন্তান রয়েছে, একজনের ব্যারিস্টারি পড়া শেষ পর্যায়ে। আমি দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করেছি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে। আমার সন্তানও পিতার আদর্শে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করবে, ইনশাআল্লাহ। এখানে অনেকেই দলের মনোনয়ন চাচ্ছেন। আমি যদি দলের মনোনয়ন না পাই, তাহলে যিনি পাবেন, তার পক্ষে কাজ করবো।”

কোটচাঁদপুরে জামায়াতে ইসলামী’র যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি লাভ” এই প্রতিপাদ্যে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুব সমাবেশ।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কোটচাঁদপুর কামিল মাদরাসা মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো তরুণ অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, “সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টিই হতে হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা তাজুল ইসলাম। তারা বলেন, “বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত, নীতিনিষ্ঠ যুব সমাজ গড়ে তোলাই সময়ের দাবি।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাস্টার শাহাবুদ্দিন খান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমির আজিজুর রহমান, মশিয়ার রহমান, রেজাউল করিম, সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, জনাব মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সম্পাদক, (যুব, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগ) কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী, এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ শিমুল হোসেন, সভাপতি, যুব বিভাগ, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা। বক্তারা বলেন, দেশের সার্বিক অগ্রগতি, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

নতুন কুড়িতে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে কোটচাঁদপুরের

তরিতা

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ গানের প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন কোটচাঁদপুরের শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)। এখন সেরা দশের স্বপ্ন সফল করার পথে হাঁটছেন তিনি। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রী।

জানা গেছে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ দীর্ঘদিন পর আবারও শুরু হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)।

তিনি কোটচাঁদপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তরিতা ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবুল আক্তার (টোকন) ও গৃহিণী নুসরাত জাহান রিনির মেয়ে।

তরিতা তিনটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে খুলনা বিভাগের প্রাথমিক বাছাইয়ে সেরা পাঁচজনের একজন নির্বাচিত হয়েছেন। এখন তিনি সেরা দশে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দেশের আট বিভাগের ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

বাবুল আক্তার (টোকন) বলেন, ছোটবেলা থেকেই তরিতা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন। সে কারণে আমরা শুরু থেকেই তাকে সাপোর্ট দিয়েছি। তার প্রথম হাতে খড়ি কোটচাঁদপুর মিতালী সংগীত একাডেমিতে। সেখানে তিন-চার বছর বয়স থেকেই সে গান শেখে। তার প্রথম সংগীতগুরু খাজা সামাদ উল্লাহ্ টুটুল।

তিনি আরও বলেন, তরিতা রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়া গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। ২০২৪ সালে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে লোকগানে ঝিনাইদহ জেলায় প্রথম হয়েছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনো শেষ হয়নি। এছাড়া ২০২৪ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় লোকগানে জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান এবং নৃত্যে প্রথম স্থান লাভ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিকবার প্রথম হয়েছে।

তিনি বলেন, এই প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান “নতুন

কুড়ি” তে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমার মেয়ে। এখন তার স্বপ্ন সেরা দশে জায়গা করে নেওয়া। তরিতার জন্য সবাই দোয়া করবেন।

এদিকে তরিতার এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর মিতালী সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, কবি-সাহিত্যিক ও কৌতুক অভিনেতা মিতুল সাইফ।

তিনি বলেন, আগামীর প্রজন্মের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। হাটি হাটি পা পা করে তরিতা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তার আগামীর পথচলায় আরও সাফল্য কামনা করছি।

তরিতার এই সাফল্যে কোটচাঁদপুরের সর্বস্তরের মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

“আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এমনই প্রতিপাদ্য নিয়ে কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে বুধবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তারুণ কুমার দাস, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শামসুল আলম,

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) এনায়েত আলী খন্দকার, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কায়ুম, ছাত্র সমন্বয়ক হৃদয় আহমেদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা কন্যাশিশুর যত্ন, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বাল্যবিয়ে ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে সমাজের সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষকতা পেশাঃ মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

জানা যায়, সারা দেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালনে সকালে উপজেলা চত্বর থেকে র্যালি বের করা হয়। এরপর র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলায় এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক দিবসের উপর আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক কুমার। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজের প্রভাষক রফিকুল আলম, কোটাচঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুজ্জামান তুহিন,প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা অফিসার মিঠুন কুমার দাস, বলাবারিয়া মাদ্রাসা সুপার জহুরুল ইসলাম, বড়বাহনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবুল জোদ্দার, খালিশপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমী সুপারভাইজার ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের হাতেই গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদের

মর্যাদা রক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মানবিকতায় গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। তাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতায় গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিক্ষকরা।

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল স্থানীয় শাখার নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সকালে দলটি বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করে শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি সমাজ সেবক কামরুজ্জামান খান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান শান্তি, দপ্তর সম্পাদক রিপন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খোন্দকার শরিফুজ্জামান তুহিন, প্রগতি মডেল কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক শরিফুজ্জামান আগা খান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর নজরুল ইসলাম, প্রভাষক গোলাম মোর্শেদ, শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র, ওয়াহিদুজ্জামান মুকুল আমিনুর রহমান, কামরুনাহার কাজল, নুরুন্নাহার খাতুন, রিয়াজ হোসেন, কবি সুমন শিকদার, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, সাবেক সরকারি কর্মচারি আলমগীর হোসেন, ব্যবসায়ি জয়নাল আবেদীন, বাবু ও ছাত্রী অনিমিখা প্রজ্ঞা।

দলটি আজ শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করেন আর শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায় গিয়ে। এর আগে